যুগান্তর

আবরার হত্যা : ভিডিও ফুটেজ ও রিমান্ডে তথ্য

কিলিং মিশনে ২৫ ঘাতক

থেমে থেমে ৫ ঘণ্টা চলে নির্যাতন * আরও ৩ আসামি রিমান্ডে, নতুন একজন আটক * অমিত সাহার খোঁজে ডিবি * লাশ পাশে রেখে খুনিদের সঙ্গে প্রভোস্ট ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালকের নির্লিপ্ত আলাপ * হল গেটে শিক্ষকরা রাত কাটান ঘাতকদের নিয়ে

প্রকাশ : ১০ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে থেমে থেমে ৫ ঘণ্টা অমানুষিক নির্যাতন চালায় ঘাতকরা। বুয়েট ছাত্রলীগের আইনবিষয়ক উপ-সম্পাদক অমিত সাহার শেরেবাংলা হলের ২০১১ নম্বর কক্ষে রাত ৮টার পর থেকেই শুরু হয় নির্যাতনের পালা।

মূলত ৩ দফায় পেটানোর একপর্যায়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন এ মেধাবী ছাত্র। রিমান্ডে থাকা আসামিরা ডিবির জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, এ হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল ২৪-২৫ জন। তবে বুধবার প্রকাশ হওয়া সর্বশেষ ভিডিও ফুটেজে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ৬-৭ জনকে দেখা গেছে।

এদিকে হত্যাকাণ্ড নিয়ে সবশেষ ফাঁস হওয়া ভিডিওতে আবরারের লাশ পাশে রেখেই খুনিদের শেরেবাংলা হলের প্রভোস্ট জাফর ইকবাল খান এবং ছাত্রকল্যাণের পরিচালক মিজানুর রহমানের সঙ্গে আলাপচারিতায় লিপ্ত হতে দেখা যায়। এ সময় তাদের সবাইকে নির্লিপ্ত মনে হয়েছে।

নির্মম এ হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্রলীগের ঘাতক নেতাদের সঙ্গে হল গেটে রাত পার করেন প্রভোস্ট ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালক।

৫ দিনের রিমান্ডের প্রথম দিন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ১০ আসামিকে পৃথক ও মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এদিকে বুধবার আরও ৩ আসমিকে রিমান্ডে নিয়েছে ডিবি। এ নিয়ে ছাত্রলীগের ১৩ নেতাকে রিমান্ডে নেয়া হল।

তবে যার রুমে নিয়ে প্রথম আবরারকে পেটানো শুরু হয় সেই অমিত সাহাকে এখনও গ্রেফতার করা যায়নি। তবে ডিবি পুলিশ বলছে, অমিতকে গ্রেফতারে সম্ভাব্য সব জায়গায় অভিযান চলছে।

এদিকে এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে অভি নামে বুয়েটের আরও এক ছাত্রকে বুধবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। আবরার হত্যায় সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তাকেও গ্রেফতার দেখানো হবে বলে ডিবি জানিয়েছে।

সূত্র বলছে, ৬ আগস্ট রাতে অমিত সাহার রুমে প্রথম দফায় মারধরের নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগ বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রাসেল। তার সঙ্গে মারধর শুরু করেন বুয়েট ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান রবিন ও উপসমাজ সেবা সম্পাদক ইফতি মোশাররফ সকাল।

পরে যোগ দেন অনিক, জিওন, মনির এবং মোজাহিদুলসহ অন্যরা। প্রথম দফায় মারধর চলে রাত ১১টা পর্যন্ত। এরপর রাতের খাবার খাওয়ানো হয় আবরারকে। খাওয়ানো হয় ব্যথানাশক ট্যাবলেটও। দেয়া হয় মলম। দ্বিতীয় দফা মারধর শুরুর সময় অনিক ছিলেন সবচেয়ে মারমুখী।

আবরার এ সময় বারবার বমি করছিলেন। একপর্যায়ে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় মুন্নার কক্ষে। সেখানে আবরারের শরীরের ওপর অনিক ক্রিকেট স্ট্যাম্প ভাঙেন। পরে আরেকটি স্ট্যাম্প দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়। তৃতীয় দফার মারধর শুরু হয় মুন্নার কক্ষে। তখন মধ্যরাত।

নির্মম পিটুনিতে আবরার লুটিয়ে পড়েন। এরপর নিথর দেহ টেনে-হিঁচড়ে নিচে নামানোর চেষ্টা করেন ঘাতকরা। মাঝ সিঁড়িতে যেতেই তারা বুঝতে পারেন আবরার মারা গেছেন। সিঁড়িতেই মরদেহটি রেখে তখন ওই স্থান ত্যাগ করেন তারা।

সূত্র জানায়, এরপর এ নিয়ে তারা যোগাযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের উচ্চপর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে। সংশ্লিষ্টরা ঘাতকদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তোমাদের কিছুই হবে না। তোমরা হলেই অবস্থান কর।

এদিকে ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, যারা নির্বিঘ্নে আবরারকে পিটিয়ে হত্যা করেছে তারাই রাতে দীর্ঘ একটি সময় কাটিয়েছেন হল প্রভোস্ট জাফর ইকবাল খান ও বুয়েট ছাত্রকল্যাণ পরিচালক মিজানুর রহমানের সঙ্গে। ঘটনার পর তারা বেরিয়ে হলের গেটেই অবস্থান করেন।

সকালের দিকে হল সরগরম হয়ে উঠলে শুরু হয় ঘাতকদের ছোটাছুটি। সবচেয়ে বেশি মারধর করা অনিক ওরফে মাতাল অনিক দৌড়ে চলে যান তার রুমের দিকে। পরে ডাকা হয় ডাক্তার। সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা ওই ডাক্তার আবরারকে দেখে মৃত ঘোষণা করেন।

এর ২ মিনিট পর খুনিরা একটি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করেন। স্ট্রেচারটি সিঁড়ির মুখে বারান্দায় রাখা হয়। এর ২০ মিনিট পর লাশের কাছে আসেন প্রভোস্ট জাফর ইকবাল খান এবং ছাত্রকল্যাণ পরিচালক মিজানুর রহমান।

পরে প্রভোস্ট এবং ছাত্রকল্যাণ পরিচালককে খুনিরা নিজেদের মতো করে ঘটনার বর্ণনা দিতে থাকেন। চশমা পরা রাসেল এবং সবচেয়ে বেশি মারধর করা অনিককে প্রভোস্টের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলতে দেখা যায়।

এ সময় পাশে ছিল অন্য খুনিরাও। ঢেকে রাখা কাপড় সরিয়ে আবরারের নিথর দেহে নির্যাতনের চিহ্ন দেখেও অনেকটা নির্ভার ভঙ্গিতে ছিলেন প্রভোস্ট এবং ছাত্রকল্যাণ পরিচালক। ডিবির একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, আবরার ছিল খুনিদের টার্গেটে।

তাদের ধারণা ছিল সে ছাত্রশিবির বা অন্য কোনো ইসলামী ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে তেমনটিই মনে হয়েছিল খুনিদের কাছে। এজন্য তারা আবরারকে উচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল।

এরই অংশ হিসেবে ওই দিন আবরারকে ডেকে পাঠানো হয়। আবরার ২০১১ নম্বর কক্ষে যাওয়ার পরপরই তার মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয়া হয়। ফোন ঘাঁটতে ঘাঁটতে প্রথমে তাকে শিবির সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে জেরা করা হয়। এরপর শুরু হয় মারধর।

নতুন করে ৩ আসামি রিমান্ডে : আবরার হত্যা মামলায় আরও তিন আসামির ৫ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম তোফাজ্জল হোসেন রিমান্ডের আদেশ দেন।

এরা হলেন- দিনাজপুরের মাহাতাব আলীর ছেলে মো. মনিরুজ্জামান মনির (পানিসম্পদ বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ), জয়পুরহাটের আতিকুল হোসেনের ছেলে আকাশ হোসেন (সিই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ) ও সিরাজগঞ্জের আবদুল হামিদের ছেলে সামছুল আরেফিন রাফাদ।

এদের মধ্যে প্রথম দু'জন মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। আর রাফাদ তদন্তে আগত সন্দিগ্ধ আসামি। আসামিদের প্রত্যেকের ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. ওয়াহিদুজ্জামান।

আবেদনে বলা হয়েছে, গত ৬ অক্টোবর রাত ৮টার দিকে শিক্ষার্থী আবরারকে শেরেবাংলা হলের তার রুম থেকে হত্যার উদ্দেশ্যে ডেকে নিয়ে যায়। ৭ অক্টোবর রাত আড়াইটা পর্যন্ত ওই হলের ২০১১ ও ২০০৫ নম্বর রুমের ভেতর নিয়ে আসামিরা পূর্বপরিকল্পিতভাবে ক্রিকেট স্ট্যাম্প ও লাঠি-সোটা দিয়ে মারধর করে।

মৃত্যু নিশ্চিত করে আসামিরা ওই ভবনের দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে আবরারের মৃতদেহ ফেলে রাখে। মামলাটি চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা। এজন্য আসামিদের ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে রিমান্ডে নেয়া প্রয়োজন। আগের দিন বুয়েট ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদকসহ ১০ আসামির ৫ দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত।

ভিডিও ফুটেজে নিজের উপস্থিতির ব্যাখ্যা শিক্ষকের : ভিডিও ফুটেজে নিজের উপস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন বুয়েট ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক মিজানুর রহমান। বুধবার দুপুরে বুয়েটের শহীদ মিনারের পাশের রাস্তায় বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েন তিনি।

এ সময় মিজানুর রহমান জানান, রোববার রাত পৌনে ৩টার দিকে শেরেবাংলা হলের প্রধ্যক্ষ এবং সহকারী প্রাধ্যক্ষ তার বাসায় যান। সহকারী প্রাধ্যক্ষ তাকে জানান, তার হলে একটি মার্ডার (হত্যা) হয়েছে। এরপর প্রাধ্যক্ষ এবং সহকারী প্রাধ্যক্ষকে নিয়ে তিনি শেরেবাংলা হলে যান।

ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘যাদের ছবি তোমরা দেখাচ্ছ, তারা সবাই ওখানে ছিল। তাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকটি ডাক্তার। ডাক্তার আবরারের নাকে, বুকে হাত দিয়ে বলেন, ছেলেটা অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে। এ সময় যারা উপস্থিত ছিল, তারা ডাক্তারকে চাপ দেয়, লাশ যেন এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তার জানিয়ে দেন, তার একার পক্ষে এ ডেডবডি (লাশ) নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।’

মিজানুর রহমান বলেন, ‘ডাক্তার যখন বললেন আবরার মারা গেছে, তখন ছেলেরা আমাদের লাশ সরিয়ে নেয়ার জন্য প্রেসার দিচ্ছিল। আমি বললাম, এটা পুলিশ কেস, আমি লাশ সরাতে পারব না। আমি ভিসিকে ফোন করে বিষয়টি জানালে তিনি পুলিশকে ফোন করতে বলেন। এরপর প্রধান সিকিউরিটি গার্ড আসেন। চকবাজার থানায় খবর দেয়া হয়। মিজানুর রহমান বলেন, ‘আবরারের ট্রাউজারের একটা অংশ যখন ওঠানো হয়, তখনই বুঝতে পারি আবরারের গায়ে মারের দাগ আছে। পরে লাশ ক্যান্টিনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে দেখা হয়। সুরতহাল তৈরি করার সময় হলের প্রাধ্যক্ষ, সহকারী প্রাধ্যক্ষ, ডাক্তারের সঙ্গে আমিও ছিলাম। কখন লাশ নিতে পারবে সে ব্যাপারে উপর থেকে ইনস্ট্রাকশন (নির্দেশনা) চাচ্ছিল তারা। কিছুক্ষণ পর পুলিশের গাড়িতে একজন সিনিয়র কর্মকর্তা আসেন। পুলিশের গাড়িতে লাশ তুলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়।’

ডিবি কর্মকর্তার বক্তব্য : ডিবি দক্ষিণের উপ-কমিশনার জামিল হাসান বলেন, হত্যার মোটিভ নিয়ে তদন্ত চলছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে। গ্রেফতারকৃতদের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়াকে কেন্দ্র করেই খুনিরা আবরারকে ডেকে নেয়। তার কাছ থেকে কিছু তথ্য আদায় করে। আরও তথ্য আদায়ের জন্য নির্যাতন করে। একপর্যায়ে আবরার মারা যায়। উপ-কমিশনার বলেন, তদন্তের আরও গভীরে গেলে অনুদ্ঘাটিত বিষয় জানা যাবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।